পর্যটকের মোবাইল চুরির দায়ে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকতশহর দিঘায় বেড়াতে আসা এক পর্যটকের মোবাইল ও ব্যাগ ছিনতাই করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবক অজয় দে-র বাড়ি প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িষার বালেশ্বরের কামারদায়। দিঘা থানার পুলিশের মাধ্যমে জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামের অধিবাসী জয় ভট্ট সোমবার দিঘায় বেড়াতে এসেছিলেন। রাস্তায় হেঁটে আসার সময় তাঁর হাতে থাকা ব্যাগ ও মোবাইল ফোন পিছন থেকে ছিনতাই করে পালিয়ে যায় এক যুবক। দৌড়ে ছিনতাইবাজকে ধরতে না পারায় দিঘা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন জয় ভট্ট। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে অজয় দে-কে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধৃতকে মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক ধৃতের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ রোগের চিকিৎসার অর্থে টান পড়ায় কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক শ্রমিকের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম সুনীল বেরা (৪০)। মৃতের বাড়ি তমলুক থানার বাঁশপুরে। জানা গেছে, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিক সুনীল বেরা দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে পেটের সমস্যায় ভুগছিলেন। চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেও কোন লাভ না হওয়ার কারণে সুনীল মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন বলে দাবি স্থানীয়দের। এর মধ্যে মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশে একটা আম গাছে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে এই ঘটনা এলাকাবাসীর নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় ও বাড়ির লোকেদের মাধ্যমে তমলুক থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

তমলুক পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ৫৮তম জন্মদিন পালন হল তমলুক পুরসভায়। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ সেনের চেম্বারে উপস্থিত ছিলেন সকল কাউন্সিলররা।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে নবম শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুরমুটঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে প্রতিবেশীর মেয়ে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে দুই ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ, কাঁথি -৩ ব্লকের মারিশদা থানা এলাকার দূরমুটের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ বেরা। এই ব্যক্তির সাথে প্রতিবেশী অশোক কর্মী ও অস্বিনী কর্মীর বিবাদ দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, এই বিবাদের জেরেই দুইদিন আগে গৌরাঙ্গবাবুর সাথে প্রতিবেশী দুই ভাই অশোক কর্মী ও অস্বিনী কর্মীর মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ , উত্তেজনা চরমে উঠলে গৌরাঙ্গবাবুকে প্রহার দিতে শুরু করে গৌরাঙ্গ ও অশোক। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে গৌরাঙ্গ বেরার নাবালিকা কন্যা নবম শ্রেণির ছাত্রী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

এই নাবালিকা ঘটনার প্রতিবাদ করতেই অভিযুক্ত দুই প্রতিবেশী এই কিশোরীকে মারধর শুরু করে। টানা হিঁচড়া করে নবম শ্রেণির ছাত্রীর জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়। এরপরেই মারিশদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন গৌরাঙ্গ বেরা।

ঝাড়গ্রামে পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে ডেঙ্গি প্রতিরোধ অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম পৌরসভার সহযোগিতায় পরিবহন দপ্তরের নির্দেশে আঞ্চলিক পরিবহন দপ্তর ঝাড়গ্রাম জেলার আধিকারিকরা নেমে পড়লেন ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানে। ঝাড়গ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা পরিবহন আধিকারিক অমিয় কুমার কুন্ডু ও ঝাড়গ্রাম পরিবহন দপ্তরের মোটরবিভাগের আধিকারিক অভিজিৎ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডের চারপাশ পরিষ্কার করা হয় ও ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতার ব্যানার লাগান, পরিষ্কার করার লোকেদের পূর্ণ তদারকি করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন যাতে এই চত্বরে কোনও আবর্জনা বা জমা জল না থাকে এবং নর্দমাগুলিতে স্প্রে করার নির্দেশ দেন। ঝাড়গ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা পরিবহন আধিকারিক অমিয় কুমার কুন্ডু জানান, আমরা ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতার জন্য বাসস্ট্যান্ড চত্বর পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছি। যেহেতু বাসস্ট্যান্ড চত্বর পরিবহন দপ্তরের আওতায় পরে তাই এই অভিযান। তিনদিন ধরে চলবে এই ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতা অভিযান।

হলদিয়ায় আরও বেশি শিল্প বিনিয়োগ টানতে

শিল্প সম্মেলনে কুঁকড়াহাটি-রায়চক রোরো পরিষেবাকে তুলে ধরবে রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,হলদিয়া ঃ আগামী বেঙ্গল সামিটে রায়চক-কুঁকড়াহাটি রোরো পরিষেবা চালুর প্রসঙ্গকে তুলে ধরবে রাজ্যসরকার। কারণ, এই পরিষেবা চালু হলে রাজ্যের রাজধানী শহর কলকাতার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার এক লহমায় অনেকটাই উন্নতি ঘটে যাবে। ফলে হলদিয়ায় আরও বেশি করে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে। মঙ্গলবার হলদিয়ায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জানান রাজ্যের পরিবহন দফতরের সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কুকড়াহাটি-রায়চক রোরো পরিষেবা চালুর বিষয়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সরাজমিনে ঘুরে দেখতে এদিন হলদিয়ায় এসেছিলেন রাজ্যের পরিবহন সচিব। এইদিন হলদিয়ায় পরিবহন দফতর ও হলদিয়া মহকুমা প্রশাসনের আধিকারীদের নিয়ে কুঁকড়াহাটিতে জেটিঘাট সংলগ্ন নদী পাড় ঘুরে দেখেন আলাপন

বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। রাজ্যের পরিবহন সচিব জানিয়েছেন, রোরো পরিষেবা চালু হয়ে গেলে শিল্পশহর হলদিয়া ও রাজ্যের রাজধানী শহর কলকাতার মধ্যে দূরত্ব কমবে প্রায় ৭০ কিলোমিটার। ফলে খুব সহজেই বিনিয়োগকারীদের সাথে শিল্প শহরের যোগাযোগ আরও ভালো হবে। শিল্পশহর থেকে রাজধানীতে পণ্য পরিবহন অনেক কম সময় লাগবে। জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত রোরো সার্ভিস প্রকল্পটি চালু করার জন্য রাজ্যসরকার খরচ করছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। জানিয়েছেন, শীঘ্রই চালু হবে এই পরিষেবার কাজ। আলাপনবাবু জানিয়েছেন, কুকড়াহাটি-রায়চক রোরো পরিষেবা চালু হলে একসাথে চারটি গাড়ি নদীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করতে পারবে। একই সাথে রাজ্যের পরিবহন দফতরের সচীব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্যের কোথাও বাঁশের জেটি থাকবে না। সব জায়গাতেই স্থায়ী জেটি নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, রোরো পরিষেবা চালু করার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে জানতে পারায় শিল্পশহর জুড়ে শিল্পমহলে খুশির হাওয়া। পাশাপাশি রাজ্যসরকার এই প্রকল্পকে বেঙ্গল সামিটে তুলে ধরার পরিকল্পনা গ্রহণ করায় তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। হলদিয়ায় বিনিয়োগ কারীদের দাবি, এর ফলে হলদিয়ায় নতুন করে আরও বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে। পরিবহন দপ্তরের সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিবহন পরিষেবাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সেই কর্মসূচীর একটি বিশেষ পরিষেবা রো রো সার্ভিস। সেই পরিষেবার কাজ শুরুর আগে এলাকাটি ভালো করে পরিদর্শন করা হল। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়সহ ১০জনের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার ১১টা নাগাদ হলদিয়ার কুঁকড়াহাটি ফেরি সার্ভিসে পৌছান। কুঁকড়াহাটির পাশাপাশি এদিন হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ, মহিষালদা রাজবাড়ি ও গেঁওখালির পর্যটন কেন্দ্রে পরিদর্শন করে প্রতিনিধি দল।

চকলেটের লোভ দেখিয়ে ৬ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ

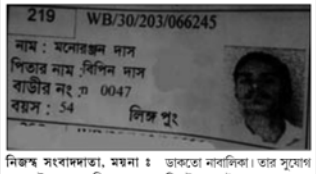

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ চকলেটের লোভ দেখিয়ে এক ছয় বছরের শিশুকন্যার উ পরে পাশবিক অত্যাচার চালালো ৫৫ বছরের এক মধ্যবয়স্ক। ঘটনার পরে গুরুতর অসুস্থ এই শিশুকন্যা বর্তমানে তমলুক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত মনরঞ্জন দাস পলাতক। অভিযোগ, এই গুণধর মধ্যবয়স্ককে আইনি ঝামেলা থেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে এলাকার কয়েকজন মাতব্বর। যদিও অভিযুক্ত ও তাকে আড়াল করতে চাওয়া মাতব্বরদের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, দাবি তুলেছেন এলাকার অধিবাসীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার রামনাচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা মনোরঞ্জন দাস। এই ব্যক্তির বাড়িতে কাজ করত নাবালিকারা মা। সোমবার রাতে মনোরঞ্জনের বাড়িতে কাজে ব্যস্ত ছিলেন নাবালিকার মা। বাবা বাজারে গিয়েছিল। বাড়িতে একাই ছিল ছয় বছরের এই নাবালিকা। অভিযোগ, এর সুযোগ নিয়ে বাড়িতে ঢোকে মনোরঞ্জন । স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ধর্ষককে দাদা বলে ডাকতো নাবালিকা। তার সুযোগ নিয়েই চকলেট খাওয়ানোর নাম করে রুমের ভেতরে নিয়ে গিয়ে এই নাবালিকার উপরে পাশবিক অত্যাচার চালায় অভিযুক্ত। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নাবালিকা চিৎকার শুরু করায় স্থানীয়রা দৌড়ে আসতেই মনোরঞ্জন পালিয়ে যায়। রাতেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ময়না থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনায় অসুস্থ নাবালিকাকে প্রথমে ময়নার স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পরে তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। নাবালিকা সেখানেই ভর্তি আছে। অভিযোগ উঠছে ধর্ষককে রক্ষা করতে এলাকার কিছু মাতব্বর নানাভাবে পরিবারের উপরে চাপ তৈরি করছে।

আরও অভিযোগ উঠেছে,সাংবাদিকদেরকেও সংবাদ পরিবেশনে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। ময়না থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। স্থানীয় মানুষেরা এই নিকৃষ্ট অপরাধি ও তাকে রক্ষার চেষ্টায় যুক্ত সকলের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

পথদুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ শালবনি থানার পিড়াকাটা ফাঁড়ির অন্তর্গত বুড়ি পালার সামনে দলদলিতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম বিপ্লব মাহাত (৪০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পিড়াকাটার দিক থেকে কলসিভাঙ্গার দিকে একটি লরি যাচ্ছিল। সেই সময় বিপ্লব মাহাত পিড়াকাটা থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন সাইকেলে করে। তখনই লরিটি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘাতক লরিসহ চালক পলাতক। পরে ঘটনাস্থলে পিড়াকাটা ফাঁড়ির পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল পাঠায়।

নবীনবরণের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশপুর ঃ দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও কেশপুর সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয়ের ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের এখনও নবীনবরণ হয়নি। অবশেষে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কেশপুর কলেজের সাধারণ সম্পাদক সেখ সানাউল্লার আহ্বানে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কেশপুর কলেজ ইউনিট ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আবদুল্লা ও দীপক কুমার ভুঁঞ্যা। ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক জানান, আমরা খুব তাড়াতাড়ি নবীনবরণ অনুষ্ঠান করব।

ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কেশিয়াড়িতে, সৌজন্যে রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ ফের প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি ব্লকের সাঁতরাপুর ৩ নং অঞ্চলের বেলমা গ্রামের ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে কুকাই থেকে সাঁতরাপুর প্রায় ৪ কিলোমিটার মোরাম রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। সোমবার কোনওরকম প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই ওই অঞ্চলের ৩ জন ঠিকাদার রাস্তায় মোরাম ফেলে ওই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করে। তখনই ওই অঞ্চলের কেশিয়াড়ি ব্লক সভাপতি জগদীশ দাসের অনুগামীরা বাধা দেয়, তারা বিনা টেন্ডারে কেন রাস্তায় কাজ শুরু হল সেই নিয়ে জবাবদিহি করতে থাকে। এর উত্তরে মহকুমা কিষাণ ক্ষেত মজুরের সভাপতি ফটিক পাহাড়ির অনুগামীদের বক্তব্য, তারা গ্রামবাসীদের সমর্থন নিয়ে নিজেদের খরচে রাস্তা মেরামতি শুরু করেছে। যেহেতু দীর্ঘদিন এই রাস্তায় কোন কাজ হয়নি, মানুষের প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে এবং নিজেদের গাড়ি পারাপার করতেও অসুবিধা হচ্ছে। তাই তারা নিজেরাই নিরুপায় হয়ে এই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করেছে। কিন্তু এই কথায় সায় দেয়নি জগদীশের অনুগামীরা। তাদের বক্তব্য, কাজটা কাজের মতো হোক, সামান্য নিম্নমানের মোরাম নিয়ে এসে কাজ শুরু করে গ্রামের লোককে ভুল বুঝিয়ে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে, এভাবে কাজ হলে রাস্তা আরও জখম হয়ে যাবে, অবিলম্বে এই কাজ বন্ধ করা হোক। বিষয়টিকে নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা ও ধানা পুলিশও হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে উভয়ের বক্তব্য শুনে দ্রুত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় ফটিক অনুগামীদের। কিন্তু পুলিশের কথা অমান্য করে ফের মঙ্গলবার কাজ শুরু করে দেয় ঠিকাদাররা। ওই কাজে যাতে বাধা না সৃষ্টি হয় তার জন্য শতাধিক তৃণমূল সমর্থক পাতাকা নিয়ে মিছিল করে হাজির হয় ঘটনাস্থলে এবং কাজ চালিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনিক বাধা থাকা সত্ত্বেও নিম্নমানের মোরাম দিয়ে কাজের পেছনে কি নিচক সমাজ সেবা না এর পিছনে কোন রাজনৈতিক গন্ধ আছে তা সময়ই বলবে।

ধান ক্রয়কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনে সমস্যায় কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে স্থায়ী ধান ক্রয়কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন করায় ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকরা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। ৬ নং জাতীয় সড়কের ধারে বরদাবাড় বাসস্টপ লাগোয়া একটি স্থানে গত কয়েক বছর ধান্য দপ্তর ধান কেনার ব্যবস্থা করেছিল। খোলা আকাশের নীচে কোনও পরিকাঠামো ছাড়াই ধান কেনা হত বলে অভিযোগ ওঠায় গত বছর মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উ পদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার বরদাবাড়ের ধান কেনার শিবির পরিদর্শনে আসেন। উনি জেলায় একটি উচ্চপর্যায়ের মিটিং-এ ওই শিবির নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করায় জেলা খাদ্য দপ্তর এই বছর চাপদা সমবায় অফিসে স্থায়ী ধান কেনার কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নভেম্বর ১ তারিখ থেকে চালু করে। কিন্তু ওই কে ন্দ্র সংলগ্ন বৃন্দাবনচক, খন্যাডিহি, বৈষ্যবচক (একাংশে), পুলশীটা (একাংশে) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষীদের সুবিধা হলেও বাকি ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত (দেড়িয়াচক, ভোগপুর, সাগরবাড়, সিদ্ধা-১ ও২, কোলা-১ ও ২, আমলহাতা, গোপালনগর) এলাকার কৃষকদের ক্ষেত্রে ওই স্থানে ধান বিক্রি করতে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। কোলাঘাট ব্লকের বি.ডি.ও, রাইস মিলের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। ওই সভায় নারায়ণ বাবু প্রস্তাব দেন, সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন বরদাবাড়ে পরিকাঠামো (অস্থায়ীভাবে) গড়ে তুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ধান কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্ভব হলে গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু একটি করে ক্যাম্প করে চাষীদের ধান কিনতে হবে দপ্তরকে। নারায়ণবাবু আরও বলেন, এমনিতে খোলা বাজারে ধান ১৫০০-১৫৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সেখানে সরকার নির্ধারিত দাম ১৫৫০ টাকা। তার উপর ধান বিক্রয় কেন্দ্র দূরে হলে, খারাপ রাস্তা দিয়ে ধান নিয়ে যেতে হলে কৃষকদের বহন খরচ বাড়বে। ফলস্বরূপ কার্যত কৃষকরা সরকারি ক্রয়কেন্দ্রের বাইরে ফড়েদের ধান বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। বর্তমান যে স্থানে এই ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেটিলিয়া (৬ নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া) থেকে পূর্ত দপ্তরের ভাঙা-চোরা খন্যাডিহি রাস্তার দূরত্ব ৫ কিলোমিটার।